...

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়
রংপুর বিভাগ, রংপুর।
রাজস্ব শাখা

বিষয়: মার্চ/২০২৪ মাসে অনুষ্ঠিত রংপুর বিভাগীয় মাসিক রাজস্ব সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মো: হাবিবুর রহমান বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর।
সভার তারিখ	৩১ মার্চ, ২০২৪।
সভার সময়	বেলা- ৩:০০টা।
স্থান	সম্মেলন কক্ষ, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর।
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'।

সভাপতি উপস্থিত সকল সদস্যকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন এবং কার্যপত্র উপস্থাপনের জন্য অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার(রাজস্ব)কে অনুরোধ জানান। অতপর তিনি আলোচ্যসূচি মোতাবেক সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও অনুমোদন:

সভার প্রারম্ভে গত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোন সংশোধন বা সংযোজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়। অতঃপর ধারাবাহিকভাবে নিম্নোক্ত বিষয়সমূহের উপর আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র:নং	বিষয় ও আলোচনা	গৃহীত সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	ক) ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায় পর্যালোচনা (সাধারণ): জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত প্রতিবেদন মোতাবেক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ভূমি উন্নয়ন করের সাধারণ দাবি ৫৮,১২,৩৮,৮২৭/- টাকা যা গত বছরের তুলনায় ৯,৮২,৫৭,৩৭৫/-টাকা বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে। জনুয়ারি/২৪ মাসে আদায়ের হার ৫৫.০১%। জানুয়ারি/২৪ মাসে গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় টার্গেট অনুযায়ী আদায় করা হয়নি। সভাপতি মাস ভিত্তিক জানুয়ারি/২৪-৫৫%, ফেব্রুয়ারি/২৪-৬৫%, মার্চ/২৪-৭৫%, এপ্রিল/২৪-৮৫%, মে/২৪-৯৫% ও জুন/২৪-১০০% টার্গেট নির্ধারণ করে আদায় করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ভূমি উন্নয়ন করের সাধারণ দাবির মাস ভিত্তিক টার্গেট অনুসারে ফেব্রুয়ারি/২০২৪ মাসে ৬৫% আদায় করতে হবে। খ) টার্গেট অনুযায়ী গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলার আদায়ের হার বাড়াতে হবে।	ক) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ। খ) জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও।
	খ) ভূমি উন্নয়ন করের দাবি ও আদায় পর্যালোচনা (সংস্থা): জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত প্রতিবেদন মোতাবেক ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের ভূমি উন্নয়ন করের সংস্থার দাবি ৭৩,৬৯,৫৩,৩২৫/- টাকা যা গত বছরের তুলনায় ২৭,৪৮,৩৯৬/-টাকা বেশি নির্ধারণ করা হয়েছে। জানুয়ারি/২৪ মাসে আদায়ের হার ২.৫৭%। সভাপতি সংস্থার আদায় টার্গেট অনুসারে আদায় এবং সংস্থার দাবির বিবরণী দপ্তর প্রধান বরাবর পত্র প্রেরণ এবং পত্রের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবর প্রেরণের নির্দেশ দেন।	ক) ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের টার্গেট অনুসারে ভূমি উন্নয়ন করের সংস্থার দাবির আদায় করতে হবে। খ) সংস্থার দাবির জন্য দপ্তর প্রধান বরাবর বরাদ্দ চেয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।	ক-খ) জেলা প্রশাসক (সকল)
	গ) অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর প্রদান: রংপুর বিভাগে টার্গেটকৃত সকল হোল্ডিং এন্ট্রির কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ায় সকল জেলা প্রশাসককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি সফটওয়্যারে আদায় অব্যাহত রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন।	সফটওয়্যারে আদায় বৃদ্ধি অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)

২	<u>কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত:</u> ২০২৩-২৪ অর্থবছরে বন্দোবস্ত প্রদানকৃত কৃষি খাস জমি, ভূমিহীন পরিবার ও কবুলিয়ত প্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবার সংক্রান্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, রংপুর বিভাগে মোট কৃষি খাস জমির পরিমাণ ১,৬২,২৫৯.৯১ একর। জানুয়ারি/২০২৪ মাস পর্যন্ত ১,৪২,৩৭৭টি পরিবারের মধ্যে ২৯,৬৫২.৫৮ একর জমি বন্দোবস্ত দেয়া হয়েছে। চলতি অর্থ বছরে জেলাসমূহে ২৬৩৫টি ভূমিহীন পরিবারের অনুকূলে কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। বন্দোবস্তকৃত জমির মধ্যে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলায় শতভাগ কবুলিয়ত সম্পন্ন করা হয়নি। সভাপতি বন্দোবস্ত জমিগুলো কবুলিয়ত ও নামজারি করে সংশ্লিষ্ট রেজিস্টার হালনাগাদ করার জন্য জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়কে নির্দেশ দেন।	ক) বন্দোবস্তকৃত জমিগুলো কবুলিয়ত ও নামজারি করে দিতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট রেজিস্টারে রেকর্ড হালনাগাদ করতে হবে। খ) কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর ও পঞ্চগড় জেলায় বন্দোবস্তকৃত জমির শতভাগ কবুলিয়ত সম্পাদন করতে হবে।	ক) জেলা প্রশাসক, (সকল) ও সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা । খ) জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী, দিনাজপুর ও পঞ্চগড়
৩	<u>অবৈধ জবর দখল হতে উদ্ধারকৃত ভূ-সম্পত্তি সংক্রান্ত:</u> ২০২৩-২৪ অর্থবছরে কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, দিনাজপুর ও ঠাকুরগাঁও জেলায় মোট ৪.০ একর ভূ-সম্পত্তি অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। সভাপতি অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত সম্পত্তি কি কাজে ব্যবহার করা হবে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য মাসিক প্রতিবেদনের মন্তব্য কলামে উল্লেখ করার জন্য নির্দেশ প্রদান করেন।	অবৈধ দখলদারদের নিকট থেকে উদ্ধারকৃত সম্পত্তি কি কাজে ব্যবহার করা হবে তার সুনির্দিষ্ট তথ্য প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৪	<u>অর্পিত সম্পত্তির দাবি ও আদায় সংক্রান্ত:</u> ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সকল জেলায় অর্পিত সম্পত্তির দাবির পরিমান-৮,৮৩,০৯,৭১৬/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার আদায়ের হার কম রয়েছে। সভাপতি অর্পিত সম্পত্তির দাবি শতভাগ আদায় করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) অর্পিত সম্পত্তির দাবি শতভাগ আদায় করতে হবে। খ) নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলার আদায়ের হার বৃদ্ধি করতে হবে।	ক) জেলা প্রশাসক, (সকল)। খ) জেলা প্রশাসক, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড়।
৫	<u>পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবি ও আদায় সংক্রান্ত:</u> ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সকল জেলায় পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবি ১,৫০,৫৭,৯৯৫/- টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। জানুয়ারি/২৪ মাসে আদায়ের হার ১৯.৩১%। পঞ্চগড় জেলায় পরিত্যক্ত সম্পত্তি নেই। সভাপতি পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবি আদায় শতভাগ করার নির্দেশ দেন।	২০২৩-২৪ অর্থবছরের পরিত্যক্ত সম্পত্তির দাবি শতভাগে আদায় করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, (সকল)
৬	<u>নামজারি ও ই-নামজারি মামলা সংক্রান্ত:</u> সভায় অবহিত করা হয় যে, বিবেচ্য মাসে এল.টি নোটিশের প্রেক্ষিতে রুজুকৃত মামলার সংখ্যা ৬১৮টি। মোট মামলার সংখ্যা ৮৩২টি। মোট নিষ্পত্তি ৫৬৮টি। তন্মধ্যে নোটিশ প্রদানের মাধ্যমে অনুমোদন ৩২৮টি এবং নথিজাত ২৮১টি। অনিষ্পন্ন মামলা-২২৩টি। ই-নামজারিতে ৯০দিনের উর্দ্ধে ৩১৮টি মামলা রয়েছে। রংপুর জেলায় ই-নামজারি পেন্ডিং মামলাসমূহের নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধি করায় সভাপতি জেলা প্রশাসক রংপুরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি ই-নামজারির পেন্ডিং মামলাসমূহ অস্বাভাবিক দেখলে সেখানে সরাসরি যোগাযোগ করার নির্দেশ প্রদান করেন এবং ৯০ দিনের উর্দ্ধে মামলা সমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন ।	ক) ই-নামজারির পেন্ডিং মামলাসমূহ অস্বাভাবিক দেখলে সেখানে সরাসরি যোগাযোগ করতে হবে। খ) ৯০ দিনের উর্দ্ধে মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	ক-খ) জেলা প্রশাসক (সকল) ও উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রংপুর।

৭	<u>রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা:</u> রেন্ট সার্টিফিকেট মামলার প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চলতি মাসে দায়েরকৃত ৬০টি মামলাসহ মোট মামলা সংখ্যা ৪৮৬টি। জানুয়ারি/২০২৪ মাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলা ৮৩টি এবং অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৪০৩টি, সরকারি পাওনা অর্থের পরিমাণ ৮,৪৮,৪৩,৩১১/-টাকা। সভাপতি বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের দাবী তামাদি হওয়ার পূর্বে বকেয়া দাবির বিপরীতে সহকারী কমিশনার(ভূমি)গণকে সার্টিফিকেট মামলা দায়েরের নির্দেশনা প্রদান করেন। জেলা প্রশাসকগণ বাস্তবসম্মত টার্গেট নির্ধারণ করে দেবেন এবং এর প্রমাপ অর্জন না হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর এসিআর এ প্রতিফলিত হবে।	বকেয়া ভূমি উন্নয়ন করের দাবী তামাদি হওয়ার পূর্বে বকেয়া দাবির বিপরীতে সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করতে হবে। জেলা প্রশাসকগণ বাস্তবতার নিরীখে টার্গেট নির্ধারণ করে দেবেন এবং এর প্রমাপ পূর্ন না হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীর বার্ষিক মূল্যায়ণে প্রতিফলিত হবে।	জেলা প্রশাসক ও সংশ্লিষ্ট সকল পরিদর্শন কারী
৮	<u>জেনারেল সার্টিফিকেট মামলা:</u> জেনারেল সার্টিফিকেট মামলার প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, চলতি মাসে দায়েরকৃত ৪৫টি মামলাসহ মোট মামলা সংখ্যা ১১৪৮৫টি। বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তিকৃত ১৯১টি। বর্তমানে অনিষ্পন্ন ১১,২৯৪টি মামলায় দাবীর পরিমাণ- ৮,৫৪,৯৯,৯৯২/- টাকা। ১৫ বছর বা তার উর্ধ্বে সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা- ২,৫২৪টি। বিবেচ্য মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ৫১টি ও অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা ২,৪৭৩টি। সার্টিফিকেট মামলার নিষ্পত্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নথিসমূহ নিয়মিত উপস্থাপন ও নোটিশ যথাযথভাবে জারি করার নির্দেশ দেন। জেনারেল সার্টিফিকেট মামলাগুলো নিষ্পত্তির নিমিত্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেন।	ক) সার্টিফিকেট মামলার নিষ্পত্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে নথিসমূহ নিয়মিত উপস্থাপন ও নোটিশ যথাযথভাবে জারি করতে হবে। খ) জেনারেল সার্টিফিকেট মামলাগুলো নিষ্পত্তির নিমিত্ত উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে নির্দেশনা দিতে হবে।	ক-খ) জেলা প্রশাসক, (সকল)
৯	<u>দেওয়ানি মামলা সংক্রান্ত (মুল ও আপিল):</u> সভায় অবহিত হয় যে, এ বিভাগে বিচারাধীন দেওয়ানি (মূল) মামলা সংখ্যা ২৬,৬১২টি ও (আপিল) মামলা ১,৩১৩টি। বিবেচ্য মাসে মূল মামলায় সরকারের বিপক্ষে ০৭টি মামলার রায় ঘোষিত হয়েছে। মামলার এস.এফ পেন্ডিং রয়েছে ৫২০টি। সভাপতি সরকারের বিপক্ষে আদেশ হওয়া দেওয়ানি মামলাগুলোর আদেশপত্র সংগ্রহ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলায় দেওয়ানি মামলার এস.এফ পেন্ডিং বেশি হওয়ায় তা দ্রুত ও যথাযথভাবে প্রেরণ করার নির্দেশ দেন।	ক) সরকারের বিপক্ষে আদেশ হওয়া দেওয়ানি মামলাগুলোর আদেশপত্র সংগ্রহ করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ) গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম জেলায় দেওয়ানি মামলার পেন্ডিং এস.এফ যথাযথভাবে প্রস্তুতকরত: দ্রুত প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ক) জেলা প্রশাসক (সকল)। খ) জেলা প্রশাসক, গাইবান্ধা ও কুড়িগ্রাম।
১০	<u>অবমুল্যায়ন মামলার তথ্য:</u> সভায় অবহিত হয় যে, এ বিভাগে ৭৩৬৯টি অবমূল্যায়ন মামলা বিচারাধীন রয়েছে। বিবেচ্য মাসে ৬৭টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে এবং অনিষ্পন্ন রয়েছে ৭২৯১টি মামলা। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম ও দিনাজপুর জেলায় তুলনামূলকভাবে অবমুল্যায়ন মামলা অনেক বেশি। সভাপতি অনিষ্পন্ন অবমূল্যায়ন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক(রাজস্ব)গণের তৎপরতা বৃদ্ধিকল্পে মাসিক নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে উল্লেখ করেন।	ক) অনিষ্পন্ন অবমূল্যায়ন মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব)গণের তৎপরতা বৃদ্ধিকল্পে নিষ্পত্তির মাসিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও তার বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। খ) কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট ও দিনাজপুর জেলার তুলনামূলকভাবে অবমুল্যায়ন মামলাগুলো বেশি হওয়ায় দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	ক) জেলা প্রশাসক, (সংশ্লিষ্ট সকল)। খ) জেলা প্রশাসক, কুড়িগ্রাম ও লালমনিরহাট।
১১	<u>অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালে দাখিলকৃত মামলা (ক-তফসিল):</u> সভায় উপস্থাপিত তথ্য মতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ সংক্রান্ত ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মোট মামলা সংখ্যা- ৫,৪৩৫টি। জবাব প্রেরণের সংখ্যা ৫০৮০টি। বিবেচ্য মাসে সরকারের বিপক্ষে মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে ২১টি। সভাপতি ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলার জবাব দ্রুত প্রেরণ এবং সরকারের বিপক্ষে প্রদানকৃত রায়ের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।	ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মামলার দফাওয়ারী জবাব দ্রুত প্রেরণ এবং সরকারের বিপক্ষে প্রদানকৃত রায়ের বিরুদ্ধে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)।

১২	<u>রাজস্ব মামলা নিষ্পত্তি সংক্রান্ত:</u> সভা অবহিত হয় যে, বিভাগীয় পর্যায়সহ বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) এর আদালতে বিচারাধীন মোট মামলা সংখ্যা ৩৩২টি। বিবেচ্য মাসে ৩৪টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলা সংখ্যা ২৯৬টি। আপিল দায়েরের সর্বোচ্চ ৩(তিন) মাসের মধ্যে আপিল নিষ্পত্তির সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা গ্রহণ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।	অনিষ্পন্ন রাজস্ব মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, (সকল)
১৩	<u>এল. এ কেসের গেজেট বিজ্ঞপ্তি ও অধিগ্রহণের তথ্য এন্ট্রি সংক্রান্ত :</u> প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের আইনের আওতায় মোট এল.এ কেসের সংখ্যা- ৩,২৯৭টি। গেজেট প্রকাশিত হয়েছে-১৫৯৪টি। নামজারির সংখ্যা-১০৭১টি। গেজেট হয়েছে কিন্তু নামজারি হয়নি- ৫২৩টি। ১৯৮২ সালের আইনের আওতায় এল.এ কেসের সংখ্যা ৪৩৬৭টি। গেজেট হয়েছে ৩৪২৮টি। নামজারির সংখ্যা-৩০৮৭টি। গেজেট হয়েছে কিন্তু নামজারি হয়নি- ৩৪২টি। ২০১৭ সালের আইনের আওতায় এল.এ কেসের সংখ্যা ৩০৬টি। গেজেট প্রকাশিত হয়েছে ৯২টির। নামজারির সংখ্যা-২৮টি। গেজেট হয়েছে কিন্তু নামজারি সম্পন্ন হয়নি ৬৩টি। সভায় এল. এ. কেস যেগুলো গেজেটের জন্য প্রেরিত হয়নি সে গুলো দ্রুত প্রেরণের নির্দেশ প্রদান করা হয়। অধিগ্রহণকৃত জমির গেজেট প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু নামজারি সম্পন্ন হয়নি এরুপ জমির নামজারি সম্পন্নে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা প্রধানগণ বরাবরে পত্র প্রেরণ করার নির্দেশ দেন।	ক) ১৯৪৮ ও ১৯৮২ সালের গেজেটে প্রকাশিত কিন্তু নামজারি সম্পন্ন না হওয়া এলএ কেসসমূহের নামজারি দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। খ) জমির নামজারি সম্পন্নে সংশ্লিষ্ট প্রত্যাশী সংস্থা প্রধানগণ বরাবরে পত্র প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	ক-খ) জেলা প্রশাসক, (সকল)।
১৪	<u>গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প সংক্রান্ত:</u> আঞ্চলিক প্রকল্প পরিচালক, রংপুর বলেন, ২০২০-২১ অর্থবছরে (২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামের) উপকারভোগী পরিবারসমূহের মিউটেশনসহ কবুলিয়ত দলিল হস্তান্তর কাজ সম্পাদনের নিমিত্ত ঠাকুরগাঁও ও পঞ্চগড় জেলা ব্যতিত মোট-১৭৪৬টি পরিবারের মধ্যে ৩৪,৯২,০০০/-টাকা অর্থবরাদ্দ প্রদান করা হয়। উক্ত বরাদ্দের প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ কবুলিয়ত সম্পাদন অন্তে: সমাপনী প্রতিবেদন প্রেরণ করেননি।	(২০১৮-১৯ এবং ২০১৯-২০ অর্থবছরে প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামের) ২০২০-২১ অর্থবছরে উপকারভোগী পরিবারসমূহের মিউটেশনসহ কবুলিয়ত দলিল হস্তান্তরের কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করত: সমাপনী প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক, রংপুর, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, নীলফামারী ও দিনাজপুর।
১৫	<u>আশ্রয়ণ প্রকল্প সংক্রান্ত:</u> আশ্রয়ণ-২ প্রকল্পের আওতায় রংপুর বিভাগে সর্বশেষ হালনাগাদকৃত ভূমিহীন-গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা ('ক'শ্রেণি)-৫৪,৪৯০টি। ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম পর্যায়ে বরাদ্দপ্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা ('ক'শ্রেণি)-৫২,৯৪২টি। অন্যান্য পদ্ধতিতে পুনর্বাসনের সংখ্যা-২১০৯টি। ৫ম পর্যায় বরাদ্দ প্রাপ্ত গৃহের সংখ্যা-২৬২৯টি। সভাপতি বলেন, ৫ম পর্যায়ে প্রাপ্ত বরাদ্দের বিপরীতে ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণ সরেজমিন পরিদর্শন এবং নিস্কন্টক জমি না থাকলে ক্রয় করার পদ্ধতি নেয়ার নির্দেশ দেন। এছাড়াও আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণ সংক্রান্ত মালামাল ও সরঞ্জামাদি রেজিস্টারে এন্ট্রি ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণকে ক্যাশবহি রক্ষণাবেক্ষণ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।	ক) ৫ম পর্যায়ে ঘর নির্মাণের ক্ষেত্রে জেলা প্রশাসকগণকে সরেজমিন পরিদর্শন এবং নিস্কন্টক জমি না থাকলে ক্রয় করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। খ) আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মাণ সংক্রান্ত মালামাল ও সরঞ্জামাদি স্টক রেজিস্টারে এন্ট্রি ও ক্যাশবহি রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। গ)আশ্রয়ণ প্রকল্পের ঘর নির্মানে গুণগত মান বজায় রাখতে হবে।	ক-খ) জেলা প্রশাসক, (সকল)ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ।
১৬	<u>হাট-বাজার ও সায়রাত মহালের তথ্য এন্ট্রি সংক্রান্ত:</u> জেলা প্রশাসকগণের নিকট থেকে প্রাপ্ত প্রতিবেদন মতে এ বিভাগে লিজযোগ্য হাটের সংখ্যা ১,৩২৭টি। তন্মধ্যে পেরিফেরিভুক্ত হাটবাজারের সংখ্যা ১,১১৩ টি। চলতি বছরে ইজারা প্রদত্ত হাটের সংখ্যা- ১০১৭টি এবং ইজারাবিহীন হাটের সংখ্যা- ২৩৭টি। খাস আদায় হচ্ছে- ২১১টি। সভাপতি যে সকল হাট-বাজার পেরিফেরিভুক্ত হয়নি সেগুলো পেরিফেরিভুক্ত ও খাস আদায় পরিহার করার নির্দেশ দেন।	**ক) যে সকল হাট-বাজার পেরিফেরিভুক্ত হয়নি সেগুলো পেরিফেরিভুক্ত করতে হবে।** খ) খাস আদায় পরিহার করতে হবে।	ক-খ) জেলা প্রশাসক (সকল)।

১৭	<u>অডিট সংক্রান্ত:</u> সভায় অবহিত হয় যে, এ বিভাগে মোট পেন্ডিং অডিট আপত্তির সংখ্যা- ৮৯টি। জানুয়ারি/২০২৪ মাসে ০২টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮৭টির মধ্যে রংপুর-০৯টি, গাইবান্ধা-০৮টি, কুড়িগ্রাম-০১টি, নীলফামারী-১৯টি, দিনাজপুর-৩৭টি ও পঞ্চগড়-১৩টি পেন্ডিং রয়েছে। সভাপতি অডিট আপত্তির ব্রডশীট জবাব প্রেরণের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে নিষ্পত্তি করার নির্দেশ দেন।	যে সকল অডিট আপত্তির বক্ষমান জবাব প্রেরিত হয়নি সেগুলোর দ্রুত নিষ্পত্তিমূলক বক্ষমান জবাব প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)।
১৮	<u>সেটেলমেন্ট সংক্রান্ত :</u> জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, রংপুর এর তথ্য মতে রংপুর জোনে-০৫টি জেলায় ৩৫টি উপজেলার ৩৬৭৬টি মৌজার মধ্যে ৩৬৫৬টি মৌজার জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। ৩৫২৬টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত হয়েছে এবং ৩৫০৮টি মৌজার গেজেট সমাপ্তি অন্তে ভলিউম বহি হস্তান্তর করা হয়েছে। জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস, দিনাজপুর এর তথ্য মতে দিনাজপুর জোনে-০৩টি জেলায় ২৩টি উপজেলার ৩১০৯টি মৌজার মধ্যে ৩০৬৭টি মৌজার জরিপ কাজ শেষ হয়েছে। ৮৬০টি মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা সমাপ্ত হয়েছে এবং ৭১৫টি মৌজার গেজেট সমাপ্তি অন্তে ভলিউম বহি হস্তান্তর করা হয়েছে। সভাপতি জরিপে প্রবাহমান নদীসমূহ অবশ্যই বিধিমোতাবেক খাস খতিয়ানে আনার নির্দেশ দেন।	ক) দিয়ারা জরিপের পর্চার জন্য চাহিদা জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার বরাবর প্রেরণ করতে হবে। খ) জরিপে প্রবাহমান নদীসমূহ অবশ্যই বিধিমোতাবেক খাস খতিয়ানে আনতে হবে।	ক-খ) জেলা প্রশাসক (সকল)

সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

মো: হাবিবুর রহমান
বিভাগীয় কমিশনার, রংপুর।

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৭.০০০০.০০৮.১০.০০১.২৪.১৫৬

তারিখ: ১৮ চৈত্র ১৪৩০
০১ এপ্রিল ২০২৪

সদয় অবগতি/অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১) মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২) সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩) চেয়ারম্যান, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ঢাকা।
৪) প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
৫) প্রকল্প পরিচালক, সমগ্র শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প, প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয়, ভূমি মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬) ন্যাশনাল প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (সিভিআরপি) প্রকল্প, ভূমি ভবন, ১২তলা, ৯৮ শহিদ তাজউদ্দিন আহমেদ সরণি, তেজগাঁও, ঢাকা-১২০৮।
৭) জেলা প্রশাসক (সকল), রংপুর বিভাগ, রংপুর (সভার সিদ্ধান্তসমূহ জেলা রাজস্ব সভায় উপস্থাপনসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অবহিতকরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো)।
৮) জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, দিনাজপুর জোন, দিনাজপুর/রংপুর জোন, রংপুর ।
৯) উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার, রংপুর বিভাগ, রংপুর।
১০) বিভাগীয় যুগ্ম-নিবন্ধক, বিভাগীয় সমবায় কার্যালয়, রংপুর।
১১) আঞ্চলিক প্রকল্প পরিচালক, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প (সিভিআরপি), রংপুর।
১২) সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, রংপুর (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
১৩) সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব), রংপুর বিভাগ, রংপুর।

১৪) অফিস কপি।

মোঃ কামরুজ্জামান সরকার
সিনিয়র সহকারী কমিশনার